بِسْمِ اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু
আসন-২০৫
জাতীয় সংসদ সদস্য
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার)

বাণী

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর সকলের জন্য আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। মুসলিম জাহানের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে আমি আড়াইহাজারবাসীসহ দেশ-বিদেশের সকল মুসলমানকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষকে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের র্সবক্ষেত্রে ঈদ-উল-ফিতরের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

ঈদ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসুক, এই কামনা করছি। পবিত্র এ দিনে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমার প্রাণের স্পন্দন আড়াইহাজার উপজেলা ও প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহ্‌র উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করছি।

(আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু)

সম্পাদকের কথা

নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন দুঃসহ, অস্থির সময় অতিক্রম করছে। উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। মুক্তমনা মানুষ থেকে সমাজের নানা স্তরের মানুষ তাদের জিঘাংসার শিকার হচ্ছে। আমাদের দেশে এর প্রভাব পড়েনি এমন নয়। তবুও জীবনতো থেমে থাকে না। বহতা নদীর মতো প্রবহমান এ জীবনে আমরা সুখের সন্ধান করি। পবিত্র সিয়াম সাধনা শেষে ঈদ যেন সেই সুখের বন্দর। এবারের রমজানের দিনগুলো সুদীর্ঘ। কখনও অসহনীয় গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত; কখনও 'বহুযুগের ওপার থেকে' আসা আষাঢ়ের জলভরা মেঘ ও বাতাসের শীতল শিহরণ। সিয়াম সাধনার দিন প্রায় শেষ। ঈদের অনাবিল আনন্দ আমাদের প্রাণ-মন স্পর্শ করবে, তারই অপেক্ষায় আমরা। জীবনের যাবতীয় কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, অপ্রাপ্তি সবকিছু ভুলিয়ে দেবে ঈদ উৎসব। আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপি মহোদয়ের উৎসাহ ও প্রেরণায় এই উৎসবে আলোর পথযাত্রী'র সাহিত্যসম্ভার 'ঈদসংখ্যা-২০১৯' পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এবার পাঠকদের বিশাল প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ-নবীনের শ্রেষ্ঠ রচনায় সাজানো হয়েছে আলোর পথযাত্রী'র 'ঈদ সংখ্যা-২০১৯'। আড়াইহাজার উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ সোহাগ হোসেন ঈদ সংখ্যায় একটি লেখা দিয়ে আলোর পথযাত্রী'র পরিবারকে ধন্য করেছেন। তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।
একই সঙ্গে আমরা সবিনয়ে আমাদের অক্ষমতার কথা অকপটে স্বীকার করে বলব, সাহিত্যগুণে গুণান্বিত, চমৎকার অনেক লেখাই আমরা ছাপাতে পারিনি। শুধু কলেবর সীমিত রাখার বাধ্যবাধকতার কারণে। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এসব লেখা ছাপা হলে আলোর পথযাত্রী'র 'ঈদ সংখ্যা-২০১৯' আরও সমৃদ্ধ হতো। তাদের সকলের কাছে আমাদের বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা।

আশ করি, আলোর পথযাত্রী'র 'ঈদ সংখ্যা-২০১৯' বরাবরের মতোই আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ঈদ মোবারক।

সফুরউদ্দিন প্রভাত
জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জুন-২০১৯

.....

প্রধান উপদেষ্টা
আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু এম পি

.....

সম্পাদক
সফুরউদ্দিন প্রভাত

সহযোগি সম্পাদক
মোশাররফ মাতুব্বর
মহিতুল ইসলাম হিরু
মোয়াজ্জেম বিন আউয়াল
অরণ্য সৌরভ
সামসুজ্জামান লিমন

স্কেচ ছবি
চিত্রকর মনিরুজ্জামান মানিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়
হাজী আঃ লতিফ সুপার মার্কেট, আড়াইহাজার বাজার,
নারায়ণগঞ্জ-১৪৫০।
মোবাইল : ০১৭১৩-৫০৪৪৪১
msprovat@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্য : আশি টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক জননী প্রিন্টার্স,
১০৫ আরামবাগ, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত
মোবাইল : ০১৯১১-৮২০৫৭০

সূচীপত্র

৬-৯ ঈদের প্রথম গান

১০-১২ বিভীষিকাময় ঈদ

১৩-১৪ বাংলা কবিতায় ঈদ

১৫ রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

১৬-১৭ একান্ত সাক্ষাতকারে পৌর মেয়র সুন্দর আলী

১৮ সবার তরে সবার প্রিয় বাবু ভাইয়ের ঈদ

১৯ ঈদ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতাবোধ জাগিয়ে তোলে

২০ ছেলেবেলার ঈদের স্মৃতি

২১ আজীজীর ছবি ও অনন্য আড়াইহাজার

২২-২৪ কবিতাবলি

২৫-২৬ ধারাবাহিক উপন্যাস- অশ্রু ভেজা চোখ

ঈদের প্রথম গান

❑ অনুপম হায়াৎ ❑

'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ...'

বাংলা ভাষায় ঈদ নিয়ে প্রথম এই গান লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম। এটি ইসলাম ধর্ম নিয়ে রচিত অন্যতম প্রাথমিক বাংলা গানও। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্য একটি গান (ইসলামের সওদা লয়ে....) এর সঙ্গে এটিও কলকাতাস্থ এইচএমভি রেকর্ড কোম্পানী থেকে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নম্বর হচ্ছে: এন ৪১১১। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ' – গানটি প্রকাশের পর থেকে উপমহাদেশীয় মুসলমান বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের কাছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা পেয়ে আসছে। রমজান মাসে রোজার শেষে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার মূহুর্তথেকে এই গান হয়ে ওঠে মুসলমানদের হৃদয়ের ধ্বনি। বেতারে, টিভিতে, মাইকে এই গান বাজতে থাকে।

এই গান (সঙ্গে আরেকটি গান) এর রেকর্ড করা সম্পর্কে জানা যায় আব্বাসউদ্দীনের লেখায়। লিখেছেন তিনি:

'কাজীদার লেখা গান ইতিমধ্যে অনেকগুলো রেকর্ড করে ফেললাম। তার লেখা 'বেণু কার বনে কাঁদে বাতাস বিধূর', 'অনেক ছিল বলার যদি দু'দিন আগে আসতে', 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কৈ', 'বন্ধু আজো মনে পড়ে আম কুড়ানো খেলা' ইত্যাদি রেকর্ড করলাম।

একদিন কাজীদাকে বললাম, কাজীদা একটা কথা মনে হয়, এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রি হয়, এ ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? তারপর আপনি তো জানেন কিভাবে কাফের কুফর ইত্যাদি বলে মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাংক্তের করে রাখবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ। আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানদের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।'

কথাটা তার মনে লাগল? তিনি বলেন, 'আব্বাস, তুমি ভগবতী বাবুকে বলে তার মত নাও, আমি ঠিক বলতে পারবো না।' আমি ভগবতী ভট্টাচার্য অর্থাৎ 'গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল-ইন-চার্জকে বললাম। তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'না না না ওসব গান চলবে না। ও হতে পারে না।'

মনের দুঃখ মনেই চেপে গেলাম। এর প্রায় ছমাস পর। একদিন দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি অফিস থেকে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল ঘরে গিয়েছি। দেখি একটা ঘরে বৃদ্ধা আশ্চর্যময়ী আর বৃদ্ধ ভগবতী বাবু বেশ রসাল গল্প করছেন। আমি নমস্কার দিতেই বৃদ্ধ বললেন, 'বসুন বসুন'। আমি বৃদ্ধের রসাপ্লুত মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম, এইই উত্তম সুযোগ। বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি। সেই যে বলেছিলাম ইসলামী গান দেবার কথা, আচ্ছা, একটা এক্সপেরিমেন্টই করুন না, যদি বিক্রি না হয়, আর নেবেন না, ক্ষতি কি? তিনি হেসে বললেন, 'নেহাতই নাছোরবান্দা আপনি, আচ্ছা আচ্ছা করা যাবে।'

শুনলাম পাশের ঘরে কাজীদা আছেন। আমি কাজীদাকে বললাম যে ভগবতীবাবু রাজি হয়েছে। তখন সেখানে ইন্দুবালা কাজীদার কাছে গান শিখছিলেন। কাজীদা বলে উঠলেন, 'ইন্দু তুমি বাড়ি যাও, আব্বাসের সাথে কাজ আছে।' ইন্দুবালা চলে গেলেন। এক ঠোঙ্গা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘন্টার ভিতরই লিখে ফেললেন, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। তখুনি সুর সংযোগ করে শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন এ সময় আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন, 'ইসলামের

ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'। গান দু'খানা লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা হলো। কাজীদার আর ধৈর্য মানছিল না। তার চোখেমুখে কি আনন্দই যে খেলে যাচ্ছিল। তখনকার দিনে যন্ত্র ব্যবহার হতো শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা। গান দু'খানা আমার তখনও মুখস্থ হয়নি। তিনি নিজে যা লিখে দিয়েছিলেন, মাইকের পাশ দিয়ে হারমোনিয়ামের উপর ঠিক আমার চোখ বরাবর হাত দিয়ে কাজীদা নিজেই সেই কাগজখানা ধরলেন, আমি গেয়ে চললাম। এই হলো আমার প্রথম ইসলামী গানের রেকর্ড। দু'মাস পর ঈদুল ফিতর। শুনলাম গান দু'খানা তখন বাজারে বের হবে।

ঈদের বাজার করতে এদনি ধর্মতলার দিকে গিয়েছি। বিএন সেন অর্থাৎ সেনোলা রেকর্ড কোম্পানির বিভূতিদার সাথে দেখা। তিনি বললেন, 'আব্বাস আমার দোকানে এসো। তিনি এক ফটোগ্রাফার ডেকে নিয়ে এসে বললেন, 'এর ফটোটা নিনতো'। আমি তো অবাক। বললাম, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, 'তোমার একটা ফটো নিচ্ছি, ব্যস আবার কি?'

ঈদের বন্ধে বাড়ি গেলাম। বন্ধের সাথে আরো কুড়ি-পঁচিশ দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কলকাতা ফিরে এসে ট্রামে চড়ে অফিসে যাচ্ছি। ট্রামে একটি যুবক আমার পাশে গুন গুন করে গাইছে, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে'। আমি একটু অবাক হলাম। এ গান কি করে শুনলো? অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছি, মাঠে বসে একদল ছেলের মাঝে একটি ছেলে গেয়ে উঠলো, ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে। তখন মনে হলো ও গান তো ঈদের সময় বাজারে বের হবার কথা। বিভূতিদার দোকানে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি একদম জড়িয়ে ধরলেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, চা এনে বললেন, 'খাও'। আমার গান দুটো এবং আর্ট পেপারে ছাপানো আমার বিরাট ছবির একটা বান্ডিল সামনে রেখে বলেন, 'বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিলি করে দিও। আমি প্রায় সত্তর আশি হাজার ছাপিয়েছি, ঈদের দিনে এসব বিতরণ করেছি। আর এই দেখ দু'হাজার রেকর্ড এনেছি তোমার।

আনন্দে খুশিতে মন ভরে উঠলো। ছুটলাম কাজীদার বাড়ি। শুনলাম তিনি রিহার্সেল রুমে গেছেন। গেলাম সেখানে। দেখি দাবা খেলায় তিনি মত্ত। দাবা খেলতে বসলে দুনিয়া ভুলে যান তিনি। আমার গলার স্বর শুনে একদম লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'আব্বাস তোমার গান কী যে,' আর বলতে দিলাম না, পা ছুঁয়ে তার কদমবুসি করলাম। ভগবতী বাবুকে বললাম, 'তাহলে এক্সপেরিমেন্টের ধোপে টিকে গেছি, কেমন? তিনি বললেন, ' এবার তাহলে আরো ক'খানা এই ধরনের গান...' খোদাকে দিলাম কোটি ধন্যবাদ।

এরপর কাজীদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লাহ রাসুলের গান গেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে জাগালে এক নব উম্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আঙ্গুল দিত তাদের কানে গেল, 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি' 'নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল'। কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনলো ও গান, আরো শুনলো 'আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়'। মোহররমে শুনলো মার্সিয়া, শুনলো 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলরে দুনিয়ায়'। ঈদে নতুন করে শুনলো 'এলো আবার ঈদ', 'ফিরে এলো আবার ঈদ, চল ঈদগাহে'। ঘরে ঘরে এলো গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আল্লাহ রাসুলের নাম। আব্বাসউদ্দীন আরো লিখেছেন ইসলামী সংগীত সম্পর্কে:

কাজীদাকে বললাম, 'কাজীদা মুসলমান তো একটু মিউজিক মাইন্ডেড হয়েছে। এবার তরুণ ছাত্রদের জাগাবার জন্য লিখুন।' তিনি লিখে চললেন, 'দিকে দিকে পুন: জ্বলিয়া উঠিছে', 'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী', 'আজ কোথায় তখতে তাউস কোথায় সে বাদশাহী।'...

প্রায় প্রতিমাসেই আমার রেকর্ড বাজারে বের করা আরম্ভ হলো। কিন্তু প্রতিমাসে গান বের হলে একজন আর্টিস্টের গান একঘেয়ে হয়ে যায়। অথচ ইসলামী গান গ্রামোফোন কোম্পানির ঘরে এনেছে অর্থের প্লাবন।

তাই মুসলমান গায়কের অভাব বলে ধীরেন দাস সাজলেন গণি মিঞা, চিত্তরায় সাজলেন দেলোয়ার হোসেন, আশ্চর্যময়ী, হরিমতী এঁরা কেউ সাজলেন সকিনা বেগম, আমিনা বেগম, গিরিন চক্রবর্তী সাজলেন সোনা মিঞা।

যাই হোক আমার মনে কিন্তু দিনরাত খেলে যাচ্ছে এক অপূর্ব আনন্দোন্মাদনা। এই তো চাই। মুসলনমানের ঘুম ভেঙেছে। তারা জেগে উঠে গাইছে 'বাজিছে দামাম বাঁধবে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান।' এই তো আমার সারা জীবনের কামনা।

সবচাইতে ফ্যাসাদে পড়লাম কে, মল্লিককে নিয়ে। আমার জীবনে প্রথম রেকর্ড করার সময় মল্লিক সাহেবই আমাকে উচ্চারণভঙ্গি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একদিন আমায় ধরলেন। বললেন, 'আব্বাস, আমার একটা উপকার করতে হবে ভাই।' আমি বললাম, 'একশোবার, কী করতে বলুন।' তিনি বললেন, 'দেখ, জীবন ভরে শ্যামাবিষয়ে গান গাইলাম, বাংলার মুসলমানদের ধারণা, আমি মল্লিক মশায়, আমি হিন্দু, অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধররাও জানবে আমি মল্লিক মশায়। তা ভাই আমি যে মুসলমান এটা বলতে আর তো সংকোচের নেই। এই তো তুমি দিব্যি আব্বাস 'আব্বাস' হয়েই ঘরে ঘরে পরিচিত হলে। তা আমার দুঃখটা তুমিই পারো ঘুচিয়ে দিতে। এই কাজী সাহেবকে বলে আমার জন্য মাত্র দু'খানা ইসলামী গান গাইবার বন্দোবস্ত করে দাও, আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী বাবুকে বলেও.... দেখি ও আমি নিজে বলতে পারবো না, তুমি যদি ভাইটি..' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আর বেশি বলতে হবে না, আমি আমার প্রাণপণ শক্তি দিয়ে এটা করিয়ে নেবই।'

বললাম কাজীদাকে। কিন্তু কোনও ফল হলো না। তিনি বললেন, 'আমি পারবো না, তুমি যদি ভগবতী বাবুকে রাজি করাতে পার। কারণ জান আব্বাস, এই মল্লিক মশায় যদি একবার ইসলামী গান দেন, তাহলে তার শ্যামাবিষয়ক গানের বিক্রির ভাটা পড়ে যাবে। হিন্দুরা যখন জানতে পারবে কে, মল্লিক মুসলমান তখন তার শ্যামাবিষয়ক গান আর কেউই কিনবে না। জানই তো, মল্লিক মশায়ের গলার সেই পেটেন্ট টান কিছুতেই যাবে না। ওর রেকর্ড বাজালেই ধরা পড়ে যাবে। তবে দেখ যদি ভগবতী বাবুকে রাজি করাতে পার।'

ভগবতী বাবুকে বললাম। তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'মশাই এ কি কথা! মল্লিক মশায়কেও শেষ পর্যন্ত আপনি!' আমি বললাম, 'আজ্ঞে আমি নই তিনিই!'

এরপর অবশ্য ভগবতী বাবুর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। বৃদ্ধ বেচারী আমাদের এসব আবদার অভিযোগের দিকে কান না দিয়ে আকস্মাৎ একদিন পরপারে চলে গেলেন।

সে জায়গায় এলেন শ্রী হেমচন্দ্র সোম। এমন উদার মতাবলম্বী বন্ধুৎবসল মানুষ খুব কম দেখেছি। তাকে একদিন বলা মাত্রই তিনি বললেন, 'বেশ তো, মল্লিক মশায় বুড়ো হয়েছেন, গ্রামোফোন কোম্পানি লাখ লাখ টাকা তাকে দিয়ে কামিয়েছে। তিনি যদি ইসলামী গান গেয়ে আনন্দ পান আলবৎ তাকে গাইতে দেওয়া হবে।'

কাজীদা ও মল্লিক সাহেব আমার উপর সেদিন কী খুশি!!!

গ্রামোফোন কোম্পানিতে একদিন কাজীদার ঘরে হরিদাস, মৃণাল আর কে কে বসে বেশ গল্প হচ্ছিল। এমন সময় আমি গেলাম। জানি না কি ব্যাপার, হঠাৎ কাজীদা বলে উঠলেন তাদের উদ্দেশ্য করে, 'দেখ তোমাদের কাছে একটা কথা বলি। আব্বাস আমার ছোট ভাই। দিন দিন গানে চমৎকার নাম করছে। যদি তোমরা কেউ একে কোনদিন খারাপ পথে নিয়ে যাও তাহলে তোমাদের জ্যান্ত রাখবো না।' বলাইবাহুল্য কাজীদার এ কথা সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

একদিনকার একটা ঘটনা বলি। কবি শৈলেন রায় আমার বাল্যবন্ধু। অভিনেতা দুর্গাদাস বাবু ভারী রসিক লোক, শৈলেন ও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই আমাদের দুজনকে বলতেন, 'একদিন হোক না

একপাত্র! দোষ কি?' আমি একদিন বললাম, 'আপনার হাতে হাতেখড়ি হওয়া মানে তো অল ইন্ডিয়া রেডিওতে খবর বলা।' তিনি হেসে বলতেন, 'আরে না না, কাকপক্ষীও জানতে পারবে না।' শৈলেন বলতো, 'তা দুর্গাদা' আমাদের সজীব লিভারের ওপর আপনার এতো হিংসা কেন?' নাঃ ডাল আর গলে না। দুর্গাদাসবাবুকে অনেকে কাছে বলতে শুনেছি, 'বাবা এর কাদায় বাস করে কিন্তু কাদা গায়ে মাখে না'!

গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল রুমটা ছিল তখন অতি জঘন্য জায়গায়। ১০৬ নং আপার চীৎপুর রোডে, বিষ্ণুভবন। তার আশপাশের বহুদূরে ভদ্রলোকের বাস ছিল না। ঐ দূষিত আবহাওয়ায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কতোদিন সম্ভবপর হবে এই নিয়ে দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

অকস্মাৎ একদিন মনস্থির করে ফেললাম। বাবাকে জানিয়ে দিলাম, আমি বিয়ে করতে রাজি।

আমার প্রথম পুত্রের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই কলকাতায়। কাজীদা কে বললাম, 'কাজীদা আল্লাহর অসীম অনুকম্পায় আমার এক খোকা এসেছে, ঘরে আপনি যদি খোকার একটা নামকরণ করেন।' মহা উল্লসিত হয়ে দু'দণ্ড চোখ বুঁজে বলে উঠলেন, 'খোকার নাম রইলো মোস্তফা কামাল। কামালের মতোই যেন একদিন দেশ স্বাধীন করতে পারে- দেশের অনাচার অবিচারকে দলিত মথিত করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারে... আর ডাক নাম রইল দোদুল।' এই দোদুলকে আমি একটু পালটে রাখলাম।

ওর বয়স যখন তিন বছর তখন কলকাতায় কড়েয়া রোডের এক বাসায় নিয়ে এলাম ওর মাকে সাথে করে। তিন বছরের শিশু, কী সুন্দর সুর করে গাইতো,

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয়রে পাগল আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।

আমরা হেসে লুটোপুটি!!

তিন বছরের শিশু আমার একগাদা রেকর্ড সবগুলো ওলট-পালট করে রাখলেও বলে দিতে পারতো কোনটা কি গান এবং কার গান। আরো অনেক...

কাজীদা তখন গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য গান লিখে চলেছেন। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কানন দেবী, কমল ঝরিয়া, ধীরেন দাস, কমল দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ সবাই তার গানের জন্য 'কিউ' লাগিয়ে বসে থাকে। ওদিকে ইসলামী গান আর একা কতো লিখবেন। আমিও দু'দিন চারদিন দশদিন তার কাছে গিয়েও গান পাই না।

ইত্যবসরে কবি গোলাম মোস্তার সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে।

কারমাইকেল হোস্টেলে কবি থাকতেন। দেখলাম তিনিও সঙ্গীতজ্ঞ। গান জানেন। গান লেখেনও। আমার সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে গ্রামোফোন স্টুডিওতে যেতেন। তার গানও আট দশখানা রেকর্ড করালাম। তিনিও উৎসাহিত হলেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

স্মৃতিচারণ

বিভীষিকাময় ঈদ

মোঃ সোহাগ হোসেন

প্রতি বছর ঈদ আসে হাসি আর আনন্দের জোয়ার নিয়ে। ছেলেবেলায় ঈদের চাঁদ দেখার জন্য পশ্চিম আকাশের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম। অনেকে আবার চাঁদ দেখা না গেলেও চাঁদ দেখেছি, চাঁদ দেখেছি বলেছে চিৎকার দিত। একদল দুষ্টু ছেলের দল সেই চিৎকারে তাল মেলাত। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুরব্বীদের সালাম করে কে কত বেশি সালামি পেতাম সেই প্রতিযোগিতায়ও অনেক সময় মেতে উঠতাম। রঙিন চশমা, ঘড়ি, বাঁশিসহ নানা রকম খেলনা কেনার আনন্দ সত্যিকারের চশমা, ঘড়ি কেনার আনন্দের চেয়ে অনেকগুন বেশি ছিল।

মূলত ঈদ শব্দের অর্থ আনন্দ বা উদযাপন আর মোবারক শব্দের অর্থ কল্যানময়। বাস্তবিক অর্থে ঈদ মানে আত্মার পরিশুদ্ধি। ধনী, গরীব, উচু-নিচু, ধর্ম, বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সৌহার্দ্য ও সংহতি প্রকাশের এক উদার উৎসব। যে উৎসবের আনন্দ নির্মল, যে আনন্দ টাকা দিয়ে কেনা যায় না। অন্যের খুশি বা আনন্দে নিজের মনের গহীন কোণে শুভ্র শান্তির শীতল স্পর্শ অনুভূত হওয়া, এটাইতো ঈদ। বাঙালির জাতীয় জীবনে ঈদের রয়েছে অন্যরমক তাৎপর্য, যা হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ঝেড়ে ফেলে, যান্ত্রিকতার শিকল ছিঁড়ে কিছু দিনের জন্য হলেও শেকড়ের টানে ফিরে যাওয়া। সামাজিক মেল বন্ধনের অবারিত উৎসবে মেতে থাকা। জীবনের প্রয়োজনে কচুরিপানার মতো অন্যভূবনে ভেসে বেড়ানো মানুষগুলোর মায়ের কোলে ফিরে আসা। এরকম আনন্দের ঈদ ও কখনো কখনো বিষাদময় হয়ে উঠতে পারে। আমার জীবনে সেরকম একটি বিভীষিকাময় ঈদ ছিল ২০১৬ সালের ঈদ-উল-ফিতর।

২০১৬ সালের ৭ জুলাই। সেদিন ছিল ঈদ-উল-ফিতর। অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম কখন চাকুরী জীবনের ব্যস্ততাকে ঝেড়ে ফেলে মমতাময়ী মায়ের কোলে ফিরে যাব, প্রিয়তম স্ত্রীর সান্নিধ্য ব্যাকুল করে তুলছিলো আমায়। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে চাকুরীসূত্রে তখন কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এনডিসির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। প্রতিবছর কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহে উপমহাদেশের বৃহত্তম ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ফলে কিশোরগঞ্জে চাকুরীরত প্রায় সবাইকেই এ ঈদ জামাত আয়োজনে কম বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়।

জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ও বিশাল আয়োজন সম্পন্ন হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এনডিসি হিসেবে আমার ব্যস্ততার কমতি ছিলেনা। ঈদগাহ মাঠ প্রস্তুত, মুসল্লিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে নিরাপত্তা প্রস্তুতি ইত্যাদি নিয়ে কয়েকদিন যাবৎ নির্ঘুম রাতযাপন করছিলাম।

এছাড়া ঈদের মাত্র ছয় দিন আগে (০১ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ) ঢাকার গুলশানে বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন জঙ্গি হামলায় ২০ জন নিহত হওয়ায় শোলাকিয়া ঈদ জামাতে ছিলো বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শোলাকিয়া মাঠের সবগুলো প্রবেশপথে ছিলো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃতে পুলিশ বাহিনীর তল্লাশি চৌকি ও তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বরাবরের মতোই মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ এর ঈদ জামাত পরিচালনা

করার বিষয়টি নির্ধারিত ছিলো। তার নিরাপত্তা ও প্রটোকলের দায়িত্বে ছিলাম আমি। ঈদের দিন সকাল বেলায় ডিসি স্যারের বাসায় সেমাই-মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে কিশোরগঞ্জ পুরাতন স্টেডিয়ামের হেলিপ্যাডে অপেক্ষা করছিলাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ এর জন্য। কিন্তু আমরা কেউই জানতাম না কি এক ভয়ংকর বিভীষিকা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। আনুমানিক সকাল নয়টার দিকে ঈমাম সাহেবকে নিয়ে আগত হেলিকপ্টারটি শোলাকিয়া মাঠের উপর দিয়ে চক্কর দিয়ে যখন পুরাতন স্টেডিয়াম অবতরন করছিলো ঠিক তখনই ঈদ জামাতের কাছাকাছি আজিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে স্থাপিত তল্লাশি চৌকিতে দায়িত্বরত পুলিশ ভাইদের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত ও বোমা হামলার খবর শুনতে পাই। তড়িৎ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ আমরা সর্তক হয়ে যাই। ঈমাম সাহেবকে নিয়ে আমরা স্টেডিয়াম মাঠে অবস্থান করি। ডিসি স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ঈমাম সাহেবকে নিয়ে সার্কিট হাউজে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা সার্কিট হাউজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ প্রবল আপত্তি জানান। তিনি জানান, ঈদ জামাতের ইমামতি না করে তিনি কোথাও যাবেন না, প্রয়োজনে তিনি মৃত্যুবরণ করতেও রাজি। তার সাথে ঘটনার ভয়াবহতা নিয়ে আলাচনায় এক পর্যায়ে তাকে বুঝিয়ে আমরা সার্কিট হাউজে ফিরে যাই। সেখানে আনুমানিক এক ঘন্টা অপেক্ষা করে পরবর্তীতে অধিকতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহযোগে মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদকে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়।

> এদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমার স্ত্রীর ফোন পর্যন্ত রিসিভ করতে পারছিলাম না। টিভির স্ক্রলে হামলার ঘটনা জানতে পেরে সে বারবার ফোন দিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার আনুমানিক ৪-৫ ঘন্টা পর তার ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কান্নার শব্দ পাচ্ছিলাম। তাকে সান্তনা দিয়ে বললাম আমি ভালো আছি, সবার জন্য দোয়া করো।

ইত্যবসরে ঘটনার পুরোপুরি জানতে না পারলেও চারদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ির ও অ্যাম্বুলেন্সের গণবিদারী হুইসেলের শব্দে ঘটনার ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। ঈমাম সাহেবকে বহনকারী হেলিকপ্টার কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করলে তার প্রটোকলের দায়িত্বে নিয়োজিত পুরো টিম নিয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আজিমুদ্দিন স্কুলের তল্লাশি চৌকিতে দায়িত্বরত পুলিশ বাহিনী যখন মুসল্লিদের তল্লাশী করছিল, তখনই পেছন থেকে সন্ত্রাসীরা হাতবোমার বিস্ফোরন ঘটায় এবং তল্লাশীরত পুলিশ সদস্যের ঘাড়ে ধারালো অস্ত্র (রামদা) দিয়ে আঘাত করে। এত পুলিশ সদস্যরা আহত হয়ে পাশ্ববর্তী মসজিদের অজুখানায় আশ্রয় নিলে বিকৃত মস্তিস্কের সন্ত্রাসীরা সেখানেও প্রবেশ করে উপর্যপুরি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং বোমা হামলায় আহত পুলিশ কনস্টেবল জহুরুল হক (৩০) ও আনছারুল হক (৩৫) এর মৃত্যু নিশ্চিত করে। পুলিশের গোলাগুলিতে অজ্ঞাত পরিচয় একজন সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং শফিউল ইসলাম ওরফে আবু মোকাদ্দেল নামের আরেক জঙ্গিকে আহত অবস্থায় আটক করা হয়।

মৃত্যুই অবধারিত। প্রত্যেক প্রাণিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কোরআনে সুরা নিসা এর আয়াত ৭৮ এ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "তোমরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই। যতো মজবুত কিল্লার মধ্যেই তোমরা অবস্থান করোনা কেন"। সেদিন পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের মর্মবানি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলাম। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পুলিশের গোলাগুলির সময় নিজগৃহে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান গৃহবধু ঝর্ণা রানী ভৌমিক। সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায়, জানালার স্টীলের

গ্রীল ভেদ করে বুলেট ঝর্ণা রানীর গায়ে বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলে মানুষের রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। বিভিন্ন স্থানে পড়ে ছিলো বুলেটের খোসা। আশেপাশে আবাসিক এলাকা হওয়ায় মানুষের মনে ব্যাপক ভীতি কাজ করছিল। জনবহুল এলাকা হওয়ায় সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের সাথে মিশে আছে কিনা, আবারও হামলা হতে পারে কিনা, এ রকম নানা আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত ছিলো সেখানকার জনগণ। আল্লাহর অশেষ রহমতে হামলার এ ঘটনা ঈদগাহে উপস্থিত মুসল্লিগণ তাৎক্ষনিক জানতে পারেনি। এ বিষয়টি তাৎক্ষনিক ঈদগাহে জানাজানি হলে আগত মুসল্লিদের হুড়াহুড়িতে ও পদদলিত হয়ে প্রাণহানির সংখ্যা আরো বেড়ে যেত। ডিসি স্যারসহ অন্যান্য উদ্ধর্তন কর্মকর্তাদের বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে বড় ধরণের হতাহতের ঘটনা হতে জনগণকে রক্ষা করা গিয়েছিলো।

এদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমার স্ত্রীর ফোন পর্যন্ত রিসিভ করতে পারছিলাম না। টিভির স্ক্রলে হামলার ঘটনা জানতে পেরে সে বারবার ফোন দিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার আনুমানিক ৪-৫ ঘন্টা পর তার ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কান্নার শব্দ পাচ্ছিলাম। তাকে সান্তনা দিয়ে বললাম আমি ভালো আছি, সবার জন্য দোয়া করো।

তারপর তদন্ত, উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা এসব মিলিয়ে ঈদ কি জিনিস তা ভূলেই গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে ২০১৬ সালের ঈদ-উল-ফিতর ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বিভীষিকাময় ঈদ। এখনও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন হানা দেয়। সেদিনের ঘটনায় নিহতদের চেহারা আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করি এরকম ঈদ যেন কারো জীবনে না আসে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

বাংলা কবিতায় ঈদ

○ রুহুল আমিন বাবুল ○

মানুষের আত্মার সাথে মেশানো এক পবিত্র অনুভূতির নাম ধর্ম। এই পবিত্র অনুভূতি নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য। ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে সাহিত্য রচনা করে যাঁরা বিশ্বখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ওমর খৈয়াম, ইমরুল কায়েস, হাফিজ, বাহাদুর শাহ জাফর, মির্জা গালিব, জালালউদ্দিন রুমী, মহাকবি ইকবাল, জিগর মুরাদাবাদী, হেয়াত মাহমুদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঈদ বিশ্ব মুসলিম জাহানের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। দুটি ঈদ উৎসবের মধ্যে প্রথমটি হলো 'ঈদ-উল-ফিতর' এবং দ্বিতীয়টি হলো 'ঈদ-উল-আযহা'। এই দুটি ঈদ নিয়ে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক যুগের খ্যাতিমান কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, কাজী লতিফা হক ঈদ এবং ঈদের সাথে সম্পর্কিত 'রমজান', ঈদের চাঁদ', 'কোরবানী' ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর কবিতা ও ছড়া লিখেছেন।

'রমজান', 'শওয়ালের চাঁদ', 'ঈৎ-উল-ফিতর', ইত্যাদি কবি শাহাদাৎ হোসেনের 'রূপচ্ছন্দা' কাব্যগ্রন্থের কবিতা। এসব কবিতার মধ্য দিয়ে কবির ঈদ ও ঈদ সম্পর্কিত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ঈদের দিনে মানুষ ভূলে যায় দুঃখ-বেদনার কথা। এদিন ঘটে সাম্যবাদী চেতনার জাগরণ। ঈদ হয়ে ওঠে এক অনাবিল আনন্দের মহামিলন মন্ত্র। সে দৃষ্টান্ত মেলে তাঁর 'ঈদ-উল-ফিতর' কবিতায়।

মহাকেন্দ্রে মিলনের মহা-মহোৎসব
ভেদ-দ্বন্দ্ব-দ্বিধা নাই রাজেন্দ্র কাঙালে
সাম্যের বিজয় তীর্থে
মৃত্তিকার আস্তরণে নতশির হবে।

ঈদকে সকলেই মহামিলনের পুণ্য-উৎসব হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রাসঙ্গিক ভাবেই তিরিশের অগ্রজ কবি গোলাম মোস্তফার 'রক্তরাগ' কাব্যগ্রন্থের 'ঈদ উৎসব' শীর্ষক কবিতাটির নাম করা যায়।

আজিকে আমাদের জাতীয় মিলনের
পুণ্য দিবসের প্রভাতে
কে গো ঐ দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া সবাকারে
ফিরিছে বিশ্বের সভাতে।
পুলকে সদা তাঁর চরণ চঞ্চল
উড়িছে বায়ু ভরে বসন-অঞ্চল
সকল তনু তার শুভ্র-সুকুমার
স্নিগ্ধ স্বরগের আভাতে।
কণ্ঠে মিলনের ধ্বনিছে প্রেম-বাণী
কক্ষে ভরা তার শান্তি
চক্ষে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি তার
বিশ্ব-বিমোহন কান্তি।

ঈদ ও ঈদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ঈদের কবিতায় কখনো আনন্দ, কখনো দুঃখ-বেদনার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর 'ঈদ মোবারক', 'কৃষকের ঈদ', 'ঈদের চাঁদ,' প্রভৃতি কবিতার নাম করা যায়,। 'জিঞ্জির' কাব্যগ্রন্থে 'ঈদ মোবারক' কবিতায় কবি বলেন-

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো
বরষের পরে আসিল ঈদ।
ভুখারীর দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
কন্টক বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের
সাকীরে 'জাম' এর দিলে তাগিদ।

নজরুল সাম্যবাদী চেতনার কবি। তাঁর ঈদের কবিতায়ও উচ্চারিত হয়েছে সাম্যবাদের আদর্শ ও

মানবতার বাণী। ঈদ আনন্দের এ কথা যেমন সত্য, তেমনি গরিব কৃষকের জীবনে বেদনারও বটে। তাই 'কৃষকের ঈদ' কবিতায় কবির প্রশ্ন!

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশুর পাঁজরের হাড়?
আসমান জোড়া কালো কাফনের আবরণ যেন টুটে
একফালি চাঁদ ফুটে আছে মৃত শিশুর অধর পুটে।

ঈদের আসল মাহাত্ম্যের ইঙ্গিত মেলে 'কৃষকের ঈদ' কবিতায়। বিশ্বনবীর আদর্শ ছিল প্রতিবেশির খোঁজ খবর নেওয়া। দীন-দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। এ কবিতায় তারই ইঙ্গিত মেলে।

ঈদ নিয়ে সবচেয়ে বেশি কবিতাগুলো লিখেছেন তালিম হোসেন। তাঁর কবিতারগুলোর মধ্যে 'ঈদ মুবারক', 'ঈদের পয়গাম', 'ঈদের ফরিয়াদ', 'ঈদের সন্দেশ', 'চিরন্তন ঈদ', 'কোরবানীর ঈদ', 'ঈদোৎসব', 'ঈদ উপহার', 'ঈদের চাঁদ', 'মুকুলের ঈদ', 'আজাদীর ঈদ', 'রাজনের ঈদ', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'দিশারী' কাব্যগ্রন্থের 'ঈদের পয়গাম' কবিতায় কবি তালিম হোসেন ঈদের আনন্দের কথা বলেছেন। ঈদ যেন মানবজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার পয়গাম নিয়ে আসে।

সুন্দর সুখী মানবাত্মার
প্রশান্ত হাসি-হেলালে ঈদ
আনিল আবার নয়া জামানায়
নতুন জিন্দেগীর তাগিদ।
নিয়ে এল সাথে শিরিণ শিরণী
মন-হরিণীর মেশক-বাস,
আনিল আতর-গোলাপ বৃষ্টি
মধুর, দৃষ্টি, মিষ্টি হাস।

ঈদের পয়গাম মানবজীবনে যেমন আনন্দের বান ডেকে আনে, তেমনি আনে মহামিলনের সুখ। তালিম হোসেনের 'শাহীন' কাব্যগ্রন্থের 'নতুন ঈদ' কবিতায় রূপায়িত হয়েছে পারলৌকিক জীবনের ইঙ্গিত। 'ঈদের সন্দেশ' ও 'ঈদোৎসব' রচিত হয়েছে আনন্দময় জীবনের গল্পকথা নিয়ে। ঈদের দিনে মানুষ তার মনের কলুষ-কালিমা দূরে ঠেলে যোগদান করে পুণ্য অর্জনের মিলন মেলায়। সামনে আসে সুন্দর মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। কবি আশরাফ সিদ্দিকীর 'তিরিশ বসন্তের ফুল' কাব্যগ্রন্থের 'ঈদ' কবিতায় এমন অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আসো ঈদ
ত্যাগের ইঙ্গিত
এই নীল ভুবনে জানাও।
আমাদের মানুষ বানাও।।
জ্বালো লাল
আলোর মশাল
হৃদয়ের আঁধার নাশুক।
দিকে দিকে শান্তি আসুক।।

ঈদ নিয়ে আরো অনেকে কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। তাদের মধ্যে কাজী লতিফা হকের 'ঈদ এসেছে', জাহানারা আরজুর 'বলতে পার ঈদ কোথায়', আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের 'ঈদ এসেছে', নির্মলেন্দু গুণের 'নেকাব্বরের ঈদ', শামসুল ইসলামের 'ঈদ এসেছে', খালেক বিন জয়েনউদ্দীনের 'ঈদের পরশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এমনিভাবে ঈদ এবং ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে বিশ্বে নানা ভাষায় অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে। ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবই নয়-আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার প্রেরণাও লাভ করা যায় ঈদ উৎসব থেকে। আর সেটা শুরু হয় ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতিপর্ব রমজানের সিয়াম সাধনা দিয়ে। পবিত্র রমজানের একমাস আত্মনিয়ন্ত্রণের পর প্রথম আনন্দ উৎসব ঈদ-উল ফিতর। তারপর আসে ঈদ-উল-আযহা। তাই ঈদ শুধু হালকা আনন্দোৎসবই নয়-জীবন গড়ার উৎসবও। ঈদ নিয়ে রচিত কবিদের কবিতার ভেতর দিয়ে এই আদর্শ জীবন গড়ার কথাই পাওয়া যায়।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

* মোয়াজ্জেম বিন আউয়াল *

নামে নামে মিল দু'জনেই বাংলার বীর। আমি কবি নজরুলকে দেখিনি, কিন্তু তার বিদ্রোহের সুখ্যাতি দুই বাংলায় প্রশংসার দাবি রাখে। যিনি তার লেখনিতে ফুটিয়ে তুলেছেন তার বিদ্রোহের কথা। তরুণ সমাজ থেকে শুরু করে সর্ব জায়গায় তিনি সমাদৃত। তার লেখনিতে ইসলামকেও সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

'মসজিদের ওপাশে আমায় কবর দিও ভাই,
সকাল সন্ধ্যা যেন আমি মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই'।

শেষ পর্যন্ত মসজিদের পাশেই শায়িত হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তার লেখনিতে সমাজের সকল অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন ও অবক্ষয়েরর কথা তুলে ধরেছেন। অবশেষে তিনি হলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি। তাকে নিয়ে লেখার দুঃসাহস আমার নেই।

অন্যদিকে নাম নজরুল ইসলাম বাবু যিনি লেখক, কবি, সাহিত্যিক কিংবা শিল্পী নন তাকে নিয়ে লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছি । কিন্তু তিনি এক অনন্য গুণের অধিকারী। তার কথা ও আচরণে পুরো আড়াইহাজারের যুব সমাজ পাগলপ্রায়। তিনি আজ এক ইতিহাস। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।
তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতা গড়ার এক ভিন্নধর্মী কারিগর। তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তী। গ্রেনেড হামলায় ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে যিনি আজ আড়াইহাজারের মানুষের মধ্যমনি। তার হাতে গড়া হাজার, লক্ষ ছাত্র নেতা বাংলার ঘরে ঘরে। তিনি শুধু আড়াইহাজারেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি সারা বাংলার এক জনপ্রিয় ছাত্রনেতা থেকে আড়াইহাজার নারায়ণগঞ্জ -২ থেকে পরপর তিন বার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। তার হাত ধরে অনেক ছাত্র নেতা আজ রাজনৈতিক মাঠে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি ধনী, গরীবদের আলাদা বিবেচনা না করে সমঅধিকার দিয়ে করছেন কাজের ও মেধার মুল্যায়ন। যার কারনে আড়াইহাজারের সকল এলাকা ও গ্রাম থেকে ওঠে এসেছে এক ঝাঁক নবীন ও প্রবীণ কর্মী ও দক্ষ সংগঠক। তার হাতের ছোয়ায় বদলে গেছে আড়াইহাজারের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক চিত্র।
তিনি শিক্ষা, চিকিৎসা সর্বক্ষেত্রে করেছেন আমূল পরিবর্তন। আড়াইহাজারের ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছেন স্বাস্থ্য সেবা। তার যাদুর কাঠিতে বদলে গেছে আড়াইহাজার। তার উন্নয়নের ইতিহাস আজ বিরল। মুখ থুবড়ে পরা আড়াইহাজারকে তিনি নিয়ে গেছেন উন্নয়নের শিখরে।

তিনি প্রতিটা ইউনিয়নের আনাচে কানাচে রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করে রীতিমত হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে কোন নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাস্তা তৈরি ও পাঁকাকরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তার হাত ধরে মেঘনাবেষ্টিত কালাপাহাড়িয়া আজ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে।

লেখক- কবি ও সাংবাদিক

‘শত কোটির টাকার উন্নয়নে বদলে যাচ্ছে আড়াইহাজার পৌরসভা’

একান্ত সাক্ষাতকারে পৌর মেয়র সুন্দর আলী

আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু। সারা বাংলায় এক নামে যিনি পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি হলেন একটি প্রতিষ্ঠান। একটি ব্রান্ড। যার স্পর্শ পেলে সেখানে সোনা ফলে। সিটি রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় আড়াইহাজার পৌরসভায় শতকোটির টাকার প্রকল্প এনে দিয়ে তিনি তাঁর কারিশমার শতভাগ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শীঘ্রই উন্নত পৌরসভা এলাকার মত প্রধান সড়কগুলো ত্রিশ ফুট চওড়া, ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আর এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিরচেনা আড়াইহাজার পৌরসভা বদলে গিয়ে আধুনিক ও ডিজিটাল পৌরসভায় রূপান্তরিত হবে।

সম্প্রতি আলোর পথযাত্রী’র সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এমন ইচ্ছার কথা জানালেন আড়াইহাজার পৌরসভার মেয়র আলহাজ সুন্দর আলী

তিনি জানান, ক্ষমতার গ্রহণের পর থেকে তিনি রাস্তাঘাট, কালভার্ট, বিদ্যুতের খুঁটি, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সঠিক তদারিকসহ পৌরবাসীর নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার দিকে নজর দিয়েছেন। একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পৌরসভা গড়ে তুলতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এইড বাংলাদেশ ও আড়াইহাজার পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিদিন রাত ১১টা থেকে বাজারের দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সকালে প্রতিটি বাসা-বাড়ি থেকে ভ্যানে করে সরাসরি ময়লা সংগ্রহ করছেন পরিচ্ছন্ন কর্মীরা। পৌরসভাকে বজ্যকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জৈব সার উৎপাদনের পরিকল্পনাও ‘এইড বাংলাদেশ’ এর রয়েছে বলে মেয়র সুন্দর আলী জানান।

সুন্দর আলী জানান, আড়াইহাজারে গণমানুষের জনপ্রিয় জননন্দিত নেতা আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় এমপি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুরো প্যানেলসহ সুধী মহলের মতামতের ভিত্তিতে আড়াইহাজার পৌর এলাকাকে একটি আধুনিক পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই পৌরসভার নির্বাচিত সব জনপ্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম কাজ হয়েছে এমন স্থানগুলো চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নকাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই বৃষ্টি-বাদল ও হাঁড়কাপানো শীতের রাতে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মাঝেমধ্যেই পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে বসবাসরত দুস্থ ও অসহায় মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শীতবস্ত্র, নগদ অর্থ ও খাবার বিতরণ করেছি। ঠিক তেমনি নির্বাচনের পরেও এসব সামাজিক কাজ অব্যাহত রাখছি।

পৌর বাজারের যানজট নিরসনে আলাদা বাস টার্মিনাল, অটো রিক্সা স্ট্যান্ড চালুসহ পৌরবাসীর যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকে মেয়র নির্বাচিত করেছেন তা পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বলেও জানান সুন্দর আলী।

আলহাজ সুন্দর আলী ১৯৭৮ সালে শেখ রাসেল শিশু কিশোর জাতীয় পরিষদের থানা সভাপতির মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পর্যায়ক্রমে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের ট্রেজারার ও পরবর্তীতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং ২০১৭ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০১৮ সালের ২৫ জুলাই পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হন তিনি।

সাক্ষাতকার গ্রহণ : সফুরউদ্দিন প্রভাত, সাংবাদিক, দৈনিক সমকাল

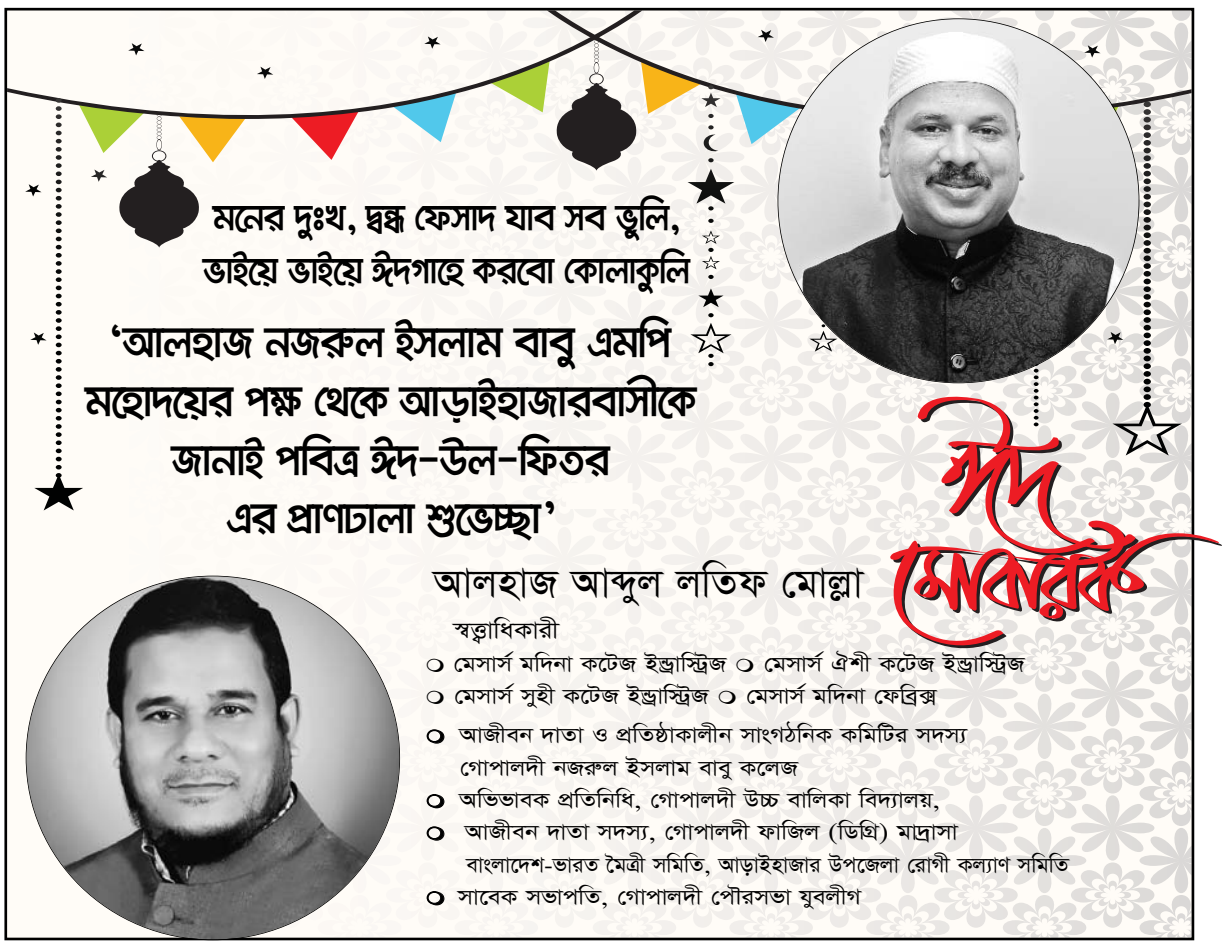

সবার তরে সবার প্রিয় বাবু ভাইয়ের ঈদ

❑ সামসুজ্জামান লিমন ❑

যথারীতি প্রতি বছরের মতো শুরু হয়ে গেছে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম একটি পবিত্র মাহে রমজান মাস। এই মাস হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার দেওয়া আমাদের জন্য একটি বিশেষ ফজিলতপূর্ণ মাস। এই মাসে যাতে আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার সকল প্রকার হুকুম আহকাম গুলো যথাযথ ভাবে পালন করে সকল প্রকার অফুরন্ত বিশেষ ক্ষমা, রহমত, বরকত, মাগফেরাত, নাজাত, কল্যাণ, সুখ, শান্তি ইত্যাদি লাভ করে ইহ ও পরকালের জন্য কামিয়াবী হতে পারি সেই জন্য মুসলমানদের এক অনন্য সুযোগ। তবে এই মাসের উছিলায় মহান আল্লাহ তায়ালা যাকে ক্ষমা করে নিষ্পাপ শিশুর মতো কবুল করে নিবেন তার মতো মানুষ এই বিশ্ব ভূ-মন্ডলে মনে হয় আর কেউ হবে না। তাই মুসলমানদের সিয়াম শেষে ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি ইত্যাদি আরও অনেক বিশেষণ আছে। তবে সেগুলো যাতে ধর্মীয় অনুশাসনের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে সেটাই আমাদের মূল লক্ষণীয় বিষয়। যাক মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার এতটুকু বয়সে যতগুলো ঈদ উৎসব যতটুকু হাসি আনন্দেই কাটিয়েছি মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে অফুরন্ত শুকরিয়া। আড়াইহাজার উপজেলার আপামর জনসাধারণের প্রিয় মানুষ আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু ভাইয়ের ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গে না বললেই নয়। দল-মত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলে মিশে ঈদ আনন্দ উপভোগ করেন তিনি। সারা বছরের মত ঈদের দিনেও তিনি অত্র উপজেলার মানুষের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঈদকে কেন্দ্র করে গরীব দুঃস্থদের মাঝে বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী ও বখশিস প্রদান করেন। তাঁর এই অনন্য কর্মজজ্ঞ আমাদের ভুলিয়ে দেয় অতীতের সকল দুঃখ কষ্ট গ্লানি। সত্যিই তিনি মহান, সত্যিই তিনি সকলের, তাঁর ঈদ উদযাপন এটাই প্রমাণ করে।

লেখক ও সাংবাদিক, ***oknews24bd.com***

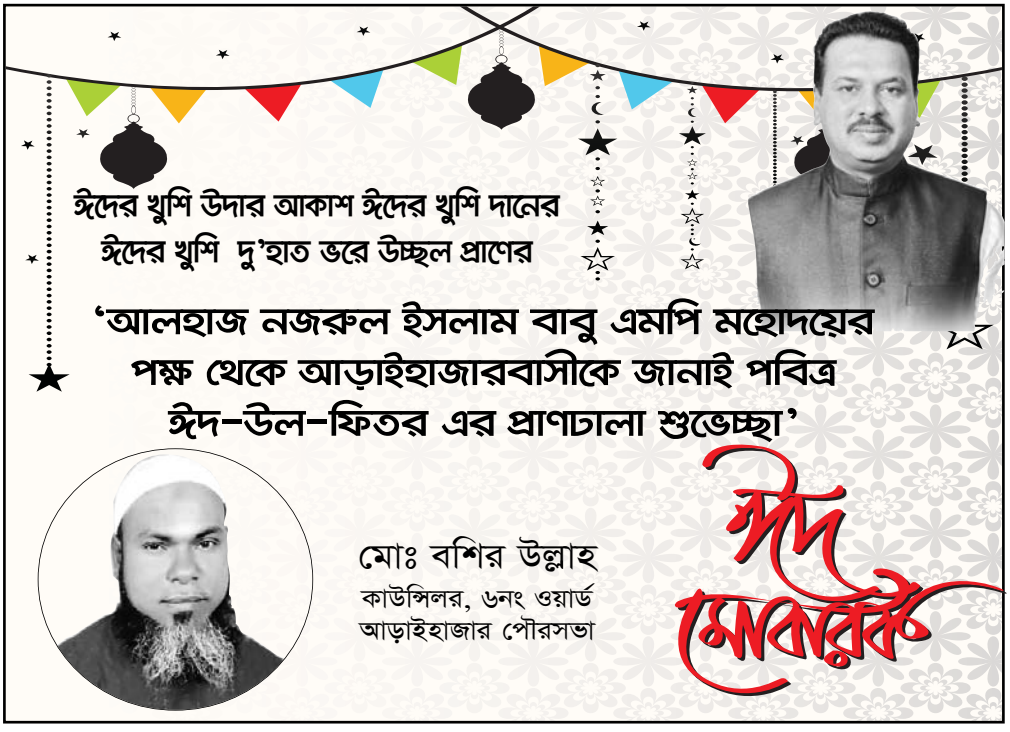

ঈদ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতাবোধ জাগিয়ে তোলে

● মহিতুল ইসলাম হিরু ●

মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে বড় যে ধর্মীয় উৎসব তার নাম ঈদ। ঈদ প্রতি চান্দ্রবর্ষে দু'বার আসে। একটি ঈদুলফিতর ও অপরটি ঈদুল আযহা। দুটি ঈদকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজ নানা আয়োজনের সমাহার ঘটিয়ে থাকে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এমনিতেই বাংলাদেশ উৎসব পার্বণের দেশ। আর সে উৎসব যদি হয় ঈদ তাহলে তো কোনো কথাই নেই। ঈদ উৎসব মানেই যেনো বাড়তি উত্তেজনা, বাড়তি আনন্দ। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র বাঙালি মুসলমান সমাজের আগ্রহ-উদ্দীপনা, উৎসব ব্যয় বাজেট নির্ধারণ, সামাজিক বিভিন্ন বৈঠক-সভা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণের টার্গেট ইত্যাদি আবর্তিত হয়ে থাকে। ঈদের আগে কি কি করণীয় এগুলো নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় আবার ঈদের পরে কি কি করা হবে তারও একটা পরিকল্পনা ছক আঁকা হয়ে থাকে। গত দুই দশক ধরে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঈদ কেন্দ্রিক অনেক কর্মসূচির কথাই আমরা জানি।

ঈদ একটি ধর্মীয় উৎসব হলেও এর সামাজিক গুরুত্ব খুবই ব্যাপক। ঈদ সমাজবদ্ধ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতাবোধ জাগিয়ে তোলে। সমাজের ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালো সবাইকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও এক কাতারে দাঁড় করায়। সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের সেতুবন্ধ রচনা করতে ঈদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঈদগাহ্ ময়দানে একে অপরের কুশল বিনিময় ও কোলাকুলির দৃশ্য নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার দৃশ্য। এতে যে শুধু একে অপরের খোঁজ খবরই নেয়া হয় এমন নয়, বুকে বুক মিশিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলানোর ফরে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিও মজবুত হয়। সাম্য ও সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে ঈদ। এদিনে ধনী-নির্ধন কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ঈদ অনুষ্ঠানে কারও হিংসা-প্রতিহিংসাও পরিলক্ষিত হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়, কচি কচি হাত বাহারি মেহেদির রঙে রাঙানো থাকে, ঘরে ঘরে সেমাই-ফিরনি-পায়েস ও রন্ধন করা থাকে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরে নিজেদের তৈরি নানারঙের পিঠাপুলির সমাহারও চোখে পড়ার মতো। ঈদের দৃশ্য যেনো খাঁটি নির্ভেজাল আনন্দের দৃশ্য। সারা বছর শহরে থাকা মানুষগুলোর বেশির ভাগই ঈদ মৌসুমে জন্মভূমি গ্রামে ফিরে আসে। গাড়িতে, ট্রেনে, লঞ্চে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করে তাঁরা পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হয় ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করেই।

ঈদ হোক সবার জন্য আনন্দের, ঈদ হোক আমাদের পারস্পরিক জীবনকে সুখময় করার এক দীপ্ত উপাদান। দু'দিনের ঈদ উৎসব থেকে শিক্ষা নিয়ে সারা বছর সম্প্রীতি রক্ষার মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে হবে আমাদের। তবেই ঈদ উৎসবের সার্থকতা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে।

লেখক: কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

ছেলেবেলার ঈদের স্মৃতি

○ সফুরউদ্দিন প্রভাত ○

অতীতের স্মৃতি সব সময় অত্যন্ত মধুর। হাজারো অনিশ্চয়তায় ভরা বর্তমানের জন্য অনেক সময় মনটা ফিরে যেতে চায় অতীতে। অতীতের সবকিছু যেন আনন্দময়, সুখকর, কাঙ্ক্ষিত হয়ে ভেসে ওঠে স্মৃতিতে। সবটাই যেন নির্মল। সবটাই আকর্ষণীয়। আর তা যদি ছেলেবেলার ঈদের স্মৃতি তাহলেও কথাই নেই।

ছেলেবেলায় সব থেকে আনন্দের দিন বলতেই ছিল বছর ঘুরে আসা দুই ঈদ। তবে কোরবানির ঈদ অপেক্ষা রোজার ঈদ ছিল তুলনামূলক বেশি আনন্দের। কারণ সেখানে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, চাঁদ দেখা না দেখার ওপর অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা ও আনন্দ মিশে থাকত। অন্যদিন ইফতারের সময় সম্পূর্ণ মনযোগ থাকত মুখরোচক ভাজা পোড়া খাবারে। কিন্তু উনত্রিশ রোজার ইফতারটি ছিল অনেকটা ভিন্ন ধাঁচের। সেদিন আর ইফতারে মন বসত না। কোনো রকমে নাকে মুখে পানি দিয়ে দৌড় দিতাম বাসার বাইরে। ওই মুহূর্তে কারও সাধ্য ছিল না ঘরে আটকে রাখার। বন্ধুদের নিয়ে খেলার মাঠে দৌড়ে চলে যেতাম। চলে যেতাম সেখানে, যেখানে গাছপালার ফাঁকে পশ্চিম আকাশের কার্নিশ দেখা যায়। সবাই মিলে একদৃষ্টিতে পশ্চিমে চেয়ে থাকতাম। চিকন কাঁচির মতো হলুদাভ একটা চাঁদের অপেক্ষায়! কে কার আগে দেখতে পায়। সে কী মজার প্রতিযোগিতা! ওই মুহূর্তে সবার মধ্যে তখন চাপা উত্তেজনা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আকাশে চাঁদ খুঁজে পাচ্ছি না। চাঁদ দেখতে পেলে আজ রাতে আর ঘুম ঘুম চোখে সাহ্?রি খেতে হবে না। আর ভোর হতেই ঈদ দরজার সম্মুখে। এটা ভাবতেই চোখ চকচক করত। তখন অবশ্য বিটিভিতে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়ার আগেই বুঝে যেতাম চাঁদ দেখা গিয়েছে কি না। নারী উপস্থাপিকার মাথার ঘোমটা ফেলে দিলে বুঝতাম কাল ঈদ। চাঁদ দেখার আনন্দে আমরা বাজি ফোটাতাম। রেডিও ও বিটিভিতে তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর গান 'ও মোর রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ' বেজে উঠতো। গানের প্রতিটা লাইন ও সুরের ধাঁচ বুকের ভেতরে ঢেউ তুলে।

ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীতের ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে বাবা হাসিমুখে আমাদের ঘুম থেকে জাগাতেন। ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পাশের ব্রহ্মপুত্র শাখা নদে নতুন কসকো সাবানের ঘ্রাণে কাঁপতে কাঁপতে গোসল করে বাড়ি ফিরতাম। ঈদগাহে যাওয়ার সময় মা বাবা আমাদের সবাইকে ঈদের সেলামী দিতেন। অবশ্য এখনও মা বাবা তাঁদের নাতি নাতনিদের ঈদের সেলামী দিয়ে থাকেন। তখন মা আদর করে আমাকে জামা কাপড় পড়িয়ে দিতেন। সুন্দর করে আমার চুলগুলো আঁচড়িয়ে দিতেন। সকালের আলো ফুটলেই প্লাস্টিকের ঘড়ি-চশমা পরে বের হতাম। প্লাস্টিকের চশমা পড়ে কখনো সমতল মাটিকেও উঁচু-নিচু দেখতাম। তবুও কত আনন্দ ছিলো তখন।

ঈদগাহ ছিলো বাড়ির কাছেই। ঈদগাহে অনেক লোকে যখন এক সাথে সিজদায় যেতেন তখন সেই দৃশ্য দেখে আমর ছেলেবেলায় ভিন্নরকম ভালোলাগা অনুভূতি কাজ করতো। নামাজ শেষ হওয়ার পর সবাই কোলাকুলি ও বাড়ি ফিরে এসে মার হাতের রান্না করা সেমাই, খিচুরীসহ নানা উপাদেয় খাবারসমূহ খেতাম।

আমার সেই সময়ে ঈদ ছিল অত্যন্ত আনন্দের। নানা ও খালার বাড়ি কাছে থাকায় ঈদের দিন তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, তার যে কি আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এভাবে কেটে যেত ঈদের দিন। তখনকার ঈদের স্মৃতিচারণ করলে মনে হয়, আবার যদি সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারতাম! কিন্তু সেখানে আর যেতে পারি না। তবুও বলবো, সবার ঈদ কাটুক আনন্দে। কারণ ঈদ মানেই তো আনন্দ। ঈদ মানেই তো খুশি। শৈশব কী যৌবনে- এ আনন্দধারা চির বহমান থাকুক। ছোটবেলার সাথীরা সুখে থাকুক। এখন যারা ছোট- ঈদের খুশিতে ওদের হৃদয়ও ভরে উঠুক কানায় কানায়!

সম্পাদক, আলোর পথযাত্রী।

আজীজীর ছবি ও অনন্য আড়াইহাজার

◖ ডালিয়া আক্তার ◗

সালাউদ্দীন আজীজীর প্রতিটি ছবি যেন এক একটি জানালা। যে জানালায় চোখ রাখামাত্র হারিয়ে যাওয়া যায় শীতের ভোরে কোনো আগন্তুকের চলার পথের সাথি হয়ে, পুকুরে এইমাত্র ডুব দিয়ে ওঠা দুরন্ত কিশোরীর সঙ্গে, শিশুর মায়াবী হাসিতে, কর্মজীবী নারীর রোজনামচায় কিংবা মেঘলা দিনের শান্ত মেঘনার তীরে।

আড়াইহাজার উপজেলার উচিৎপুরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া সালাউদ্দিন আজীজীর ছেলেবেলা থেকেই বড় ভাইয়ের বক্স ক্যামেরায় ছবি তোলা দেখেই নিজের মধ্যে শখ জাগে। সেই শখ থেকেই মাত্র নয় বছরে বয়সে জীবনে ক্যামেরায় শাটারে টিপ দেয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ছবি তোলা কাজ শুরু হয়।

একটা ছবি হাজার শব্দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। চৈনিক এ প্রবাদের আবেদন কখনো কমেনি। বরং তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে প্রবাদটির জৌলুস আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। বিশেষ করে তাজা খবরের সঙ্গে তাজা ছবির ব্যবহার আরো প্রাণবন্ত ও বিনোদিত করে তোলে ডিজিটাল পাঠকদের। সেই চিন্তা চেতনাকে বুকে ধারন করে সালাউদ্দীন আজীজী তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ছুটে চলছেন বিভিন্ন প্রান্তে। তবে আড়াইহাজারের অপার সৌন্দর্য ক্যামেরাবন্দি করেই তিনি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছেন। তাঁর ক্যামেরাবন্দি অধিকাংশ দৃশ্যই আড়াইহাজারকে ঘিরে।

'বৃষ্টি মধ্যে অপেক্ষা' *শিরোনানের এই ছবিটি ৪৭ টি দেশের নয় হাজার প্রতিযোগিকে পেছনে ফেলে 'ACCU Photo Contest Japan-1998' এ প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ফটো সাংবাদিক* সালাউদ্দীন আজীজী। *আড়াইহাজার উপজেলার উচিৎপুরা ইউনিয়নের আতাদী এলাকা থেকে তিনি দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করেন।*

সালাউদ্দীন আজীজীর অসংখ্য ছবি পৃথিবীর অনেক দেশে স্বনামধন্য পত্র-পত্রিকায় ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে Reader's Digest U.K, The Washington Post, The Gulf Weakly অন্যতম। তাছাড়া পৃথিবীর নামী-দামী আন্তজার্তিক ফটো প্রতিযোগিতায় অনেক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করে তিনি দেশের সুনাম বয়ে এনেছেন। উল্লেখ্যযোগ্য পুরস্কারে মধ্যে ACCU Photo Contest Japan-1998 (1st Prize), 57 Asahi Shmmun Photo Contest, Japan, Gold Medal অন্যতম। সালাউদ্দীন আজীজী যে শুধু আলোকচিত্রী হিসেবেই সেরা তা কিন্তু নয়, তিনি ফিল্ম মেকার হিসেবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। সালাউদ্দীন আজীজী আমাদের অহংকার। আড়াইহাজারের গর্বিত সন্তান।

কবিতাবলি

নাচের মুদ্রা

মোশাররফ মাতুব্বর

তুলোর মতো ভেসে বেড়ানো মেঘ,
বাতাসে দোল খায় সাদা কাশফুল।
অতীত ঘরের জানালা দিয়ে দেখি তোর মুখ।
বাতাসের ঠোঁটে বাজে অর্গান;
শিউলি তলায় এখনো কী তোর ঠোঁটে পাতার বাঁশি (?)
স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তুমুল বাজানো তোর বাঁশির সুর,
চাঁদের পানশালায় পায়ে বেঁধে নেই নূপুর,
নাচবো বলে, তোকে নাচাবো বলে;
অথচ তুই চাইলি ভায়োলিন!
আমি অভ্যস্থ ছিলাম না অত মাতাল সুরে।
তাই পরিযায়ী পাখির পালকে লিখে দিয়েছি নাচের মুদ্রা।
ভালোবাসারা ও আজকাল কর্পোরেট
পোশাকের আদলে বাণিজ্যিক মহড়া।
রঙিন মার্বেল উৎসব।
ফিরতি পথে পরিযায়ী পাখির দল রেখে যায় বসন্ত মুদ্রা,
আমি নেচে উঠি, রুদ্ধশ্বাসে নগ্ন পায়ে;
ওমা তোর হাতে দেখি বাঁশের বাঁশি।
ঠিক আছে বাজা, পুরানো ঠোঁটে কৈশোর।
বড্ডো বেতাল সুর,মানুষ বাজলে সুর থাকে না;
মেঘ বাজলে মাতাল হয় সব পুর।

ফসল

-মুন্সী হাবিবুল্লাহ

তোমার স্পর্শে উষ্ণতায় আমি
উন্মাদনায় জেগে ওঠ তুমি
কামনার উত্তেজনায় কাঁপে ভূমি
সোনালী ফসলে ভরে উঠে জমি।

সুখে থেকো

-শাহাদাত হোসেন

এ সমাজ ধিক্কারে অভিমানের মৃদু হাসি হেসে
চলে গেলে দূর ওপারে
অন্তরীক্ষের সুশীতল ছায়া তলে অনন্ত সুখস্বর্গে।
রেখে গেলে সমাজ রাষ্ট্রকে বিচারের দায়বদ্ধে।

ওপার হতে সাথীদের সাথে লয়ে
দেখবে অপরাধী নরাধম ধর্মব্যবসায়ীর ফাঁসি।
তা যদি না হয় ভুলে যেয়ো এ সমাজ পৃথিবী।
মেনে নিও বেহেশতী হুর হয়ে
দেখতে এসেছিলে কেমন বর্বর আমরা
আজকের পৃথিবী।

ক্ষমা করিও না আমাদের
শেষ বিচারের অপেক্ষায় থেকো
সেদিন বুঝে নিও সব হিসেব
কড়ায় গন্ডায়।
সুখে থেকো তুমি
এ আমার ব্যর্থ সান্ত্বনা তোমায়।
(নুসরাত স্মরণে)

হোম অ্যালোন

-বাছেত খান

গাঁয়ের বাড়ি গৃহকোণে
সময় যখন অলস ক্ষণে
একলা হাঁটি ফুলবনে
গন্ধরাজের মদির গন্ধ
হাসনাহেনায় থাকি বন্ধ
জবা, টগর, জামরুল
নানা বাহার ফুটেছে ফুল
তাদের রূপ নয় মন্দ
তাদের রূপে মুগ্ধ, অন্ধ
সময় যায়, মনে বিমল আনন্দ।

ঈদ

সফুরউদ্দিন প্রভাত

বছর ঘুরে ফিরে এলো
আবার খুশির ঈদ।
ধনী গরীব সকলের
থাকবে না'কো জিদ।

খুশির দোলা বুঁকে নিয়ে
যাব ঈদগাহে,
রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে
দাঁড়াবো এক সারিতে।

মনের দুঃখ, দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ
যাব সব ভুলি।
ভাইয়ে ভাইয়ে ঈদগাহে
করবো কোলাকুলি।

ভালোবাসায় হৃদয় ছুঁবে
খুশিতে ভরবে বুঁক,
সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক।

জীবন্ত কিংবদন্তী

মোয়াজ্জেম বিন আউয়াল

বাবু তুমি আজ এক ইতিহাস
তোমাকে দমায় সাধ্য কার।
তোমাকেই আড়াইহাজারে দরকার,
তোমাকে ছাড়া আড়াইহাজার অন্ধকার।
তুমি আছ বলে মা হাসে,
তুমি আছ বলে বোন নাচে।
তুমি আছ বলে পাখিরা গান গায়,
তুমি আছ বলে ষাটোর্ধ বৃদ্ধা বুঁকে সাহস পায়।
তুমি আছ বলে মাদক, সন্ত্রাসের নেই ঠাঁই।
তুমি আছ বলে দুর্নীতি রসাতলে,
তুমি আছ বলেই...
অবশেষে তুমি জীবন্ত কিংবদন্তীর দলে।

অগ্নিজ্বালা নুসরাত

মনিরুজ্জামান মানিক, চিত্রকলা একাডেমি, আড়াইহাজার

কানন ভরা গোলাপ কলি
ফুটে দিবা নিশি,
মন মাতানো সৌরভে অলি
ছুটছে গুনগুনানি তান ধরি।
পাখনাগুলো নেচে নেচে
বসছে ফুলে ফুলে,
মধু পানের তরে।

পশু পাখির বুদ্ধি বিবেক
সভ্য সমাজ নাই যে বিধি নিষেধ।
মানুষ গুলো ক্রমান্বয়ে,
আদিম যুগের খোলস ছেড়ে
পা বাড়ালো দিনে দিনে।
অন্ধকারে আলো জ্বেলে
শিক্ষা দিক্ষায় সভ্য হয়ে,
খেতাব নিল বিশ্ব মাঝে
সেরাই মানুষ সৃষ্টির পরে।

গর্ব করি মানুষ আমরা
মানবতার পোশাক পরে।
হঠাৎ কেন থমকে দাঁড়াই
পশুসম সভ্যতারই অবক্ষয়ে,
মানুষ আমরা সভ্য আমরা
নির্লজ্জতায় ডুবি কেমন করে,
মাতা ভগ্নি সন্তানেরই পরে।।

নুসরাতেরই অগ্নি জ্বালা দেহে
পুড়ল বাগান, পুড়ল হৃদয়,
বর্বরতা অসভ্যতা বাড়ছে দিনে দিনে
আলোকিত সমাজ হবে,
হবে কেমন করে?

শক্তি মোদের দাওগো প্রভু
নুসরাতেরই আত্মদানে,
পশুদেরই অপকর্ম বদলে দাওগো
বারি ধারা পবিত্রতার জলে।
পাপাচারের সাজা হবে
সুশীল সমাজ, সেই আশাতেই আছে।।

নজরুল ইসলাম বাবু

সফুরউদ্দিন প্রভাত

নজরুল ইসলাম বাবু
একটি প্রেরণার নাম
যার স্পর্শ পেলে
মাটি সোনা হয়ে যায়।

স্বপ্ন দেখাইনা বাস্তবায়ন করি
বলেছিলে তুমি,
আড়াইহাজারে অর্থনৈতিক অঞ্চল
এনে ধন্য করেছ এই ভূমি

ফলিত পুষ্টি ইনস্টিটিউট
তোমারি অবদান
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে
আড়াইহাজারের মান।

তোমার কর্মদক্ষতায় রয়েছে,
অপূর্ব এক ধরণ
অন্যায়কে পরিহার করে,
সত্যকে করেছ বরণ।

এখনও মিছিল মশালের
অগ্রভাগে তুমি বাবু ভাই,
যার কারণে আমরা নেতা-কর্মী
শক্তি সাহস পাই।

মোরা দেখি ভবিষ্যৎ
তোমার নয়নে,
তুমি আছো আমাদের
সকলের হৃদয়ের মাঝে।

সত্য এবং সঠিক পথেই
পরিচালনা কর মোদের।
তাতে যেন করোনা ভয়

প্রেমের কুমোর

অরণ্য সৌরভ

এঁটেল মাটি টিপতে টিপতে ভুলে গেছি তোমার প্রেম
আমি এক মাটির সদ্য কুমোর হয়ে উঠেছি
ভুলে গেছি তোমার মসৃণ দেহের উষ্ণতা।

এখন কাঁদা মাখা দেহে সুখ জ্বলে উঠে হৃদয়পটে
এখন আমি তোমার গড়ন বানানোর কাজে ব্যস্ত না থেকে
অবিরত বানিয়ে যাই সানকি, হাঁড়ি-পাতিল,
বাসন-কোসন মৃৎশিল্পের বাহারি শিল্প-
তোমার আমার ছোট্টবেলার পুতুল বিয়ের পুতুল বানাই;

ভাবি তুমি লাল বেনারসি পড়ে আসবে কি আমার বসতে?
তাঁতের ছাপা শাড়ীতে মোড়ানো তোমার দেহ থেকে কি
আগুনের ফুলকি এখনো ছড়ায়?

মাটির কুমোর আজ জেনে গেছে,
সত্য প্রেমের বাঁশি কেনো মুছরে পড়ে আছে;
যন্ত্রণার উত্তাপে ঝরে পড়ে কেনো অশ্রু?
অথচ মিথ্যা প্রেম প্রেম খেলায় মজে আজ;
ভুলে গিয়ে মিথ্যা অপবাদে ভরে তুলো কুমোরকে।

ধারাবাহিক উপন্যাস (পর্ব-২)

অশ্রুসিক্ত নয়ন

◆ শোভন রহমান ◆

[পূর্ব প্রকাশের পর]

অভির কলেজে আজ নবীন বরণ অনুষ্ঠান। কলেজে বাউন্ডারি, ক্যাম্পাসসহ পুরো অডিটরিয়াম সাজানো হয়েছে নতুন সাজে। গোটা কলেজের দিকে তাকালেই উৎসবের আমেজ চোখে পড়ছে। কলেজের বিশাল অডিটরিয়াম নবীনদের পদাচরনায় মুখরিত। নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করতে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অভিসহ সকল নবীন শিক্ষার্থীদের রজনীগন্ধা ও লাল গোলাপ দিয়ে বরণ করে নিলেন।

অভি ফুলগুলো পাওয়ার পর, মেঘাকে বড্ড মনে পড়েছে। মেঘাও কি তার কথা ভাবছে, নাকি সিলেট শহরের চাকচিক্যের মধ্যে এসে অভিকে ভুলে গেছে। নানা ভাবনা যেন ঘুরপাক খাচ্ছে অভির মনের ভিতর। এর মধ্যে নবীন বরনের পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। প্রমিথিউস ব্যান্ডের ‘চাঁদ সাজালো আলো রূপালী, ভ্রমরেরা গান করে রাত দ্বিপালী’ এরকম মন কেড়ে নেওয়া গানগুলো যতই গেয়ে উঠছে অডিটরিয়ামে নবীন শিক্ষার্থীরা নেচে গেয়ে আনন্দ করছে। অভির বারবার মেঘার ছবি চোখের সামনে ভাসছে।

মেঘাও অভিকে দেখার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে মহাসড়কে চলাচলকারী বাসের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এই বুঝি অভি বাস থেকে নামছে। একদিন রাস্তার পার হওয়ার সময় মেঘা বাসের পেছন থেকে অভি অভি বলে জোরে ডাকতেছিল। বান্ধবী রিয়াকে মেঘা বলল দেখ অভি বাসে করে কলেজে যাচ্ছে। রিয়া মেঘাকে বলল এখন সকাল নয়টা। অভি ক্লাস শুরু হয় আটটা থেকে, তার মানে অভি এখন ক্লাসে থাকার কথা। তুই ভুল দেখছিস।

বিকেল প্রায় চারটা। নবীন বরন অনুষ্ঠান শেষের পথে। অভি মনে মনে ঠিক করলো আজকেই মেঘার সাথে দেখা করতে হবে। অভি মেঘার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হাতে রজনীগন্ধা ও গোলাপ। বাস থেকে নেমে মেঘার বাসার কাছাকাছি এসে পৌছালো। অভি বাসায় প্রবেশ করতেই মেঘার চোখে চোখ পড়লো। অভিকে দেখে মেঘার স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এক পলক দৃষ্টিতে দাড়িয়ে আছে মেঘা। ভেতরে যেতে বলবে না, মেঘাকে বলল অভি। অহ! ভিতরে আসুন। এতদিন পর মেঘার কথা মনে পড়লো। খুব দেখতে ইচ্ছে করলো তাই চলে এলাম, একথা বলার পর মেঘাকে রজনীগন্ধা ও লাল গোলাপ হাতে দিল। মেঘা ফুলগুলো পেয়ে বেশ খুশি হয়েছে।

মেঘা অভির বাবা মা খোঁজ খবর নিল। অভি মেঘার

উত্তরে বলল্ বাড়ির সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছে।

মেঘার পড়ার রুমে বেশ কিছু সময় কাটালো অভি। মেঘার চোখে চোখ রেখে এক পলকে তাকিয়ে রইল অভি। কি দেখছ অভিকে মেঘা। তোমাকেই দেখছি। আর যতই দেখছি চোখ সরাতে পারছিনা।

ঘন্টা দুয়েক থাকার পর বাসার সকলের কাছে বিদায় নেওয়ার সময় মেঘা হঠাৎ উধাও। মুহূর্তের মধ্যে অভির মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সিড়ি বেয়ে নামছে আর ভাবছে, মেঘার সঙ্গে দেখা না হলে সামনের দিনগুলো কাটবে কি করে? একথা ভাবতে ভাবতে দোতলা থেকে সিড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামছে অভি।

সিড়ি থেকে নিচে নামার সময় হঠাৎ মেঘার ডাক শুনতে পেল। অভি অভি...

আমার সাথে দেখা না করে চলে যাবে তা কি করে হয়। মেঘাকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেল অভি। আমিতো তোমাকে খোঁজতেছিলাম। তোমার দেখা না পেয়ে মনটা বেশ খারাপ লাগছিল। তবে তোমাকে দেখে এখন খুব ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে। অভিকে মেঘা বলল্ চিঠি লিখতে ছিলাম । লুকিয়ে লিখতে হয়েছে, তাই একটু দেরি হয়ে গেছে। হোমিওপেথিক ওষুধের মত বানিয়ে চিঠিটা উপর থেকে মেঘা অভির কাছে দিল। বলল্ এই নাও একটা এ ট্যাবলেট, যখন দেখবে আমার কথা মনে পড়বে। ভাববে আমি তোমার পাশেই আছি।

চিঠি হাতে নিয়ে হাটতে শুরু করলো অভি। মেঘার বাসার এরিয়া ছেড়ে বাসে না উঠে মহাসড়কে পাশ দিয়ে হাটতে হাটতে চিঠি পড়তে লাগলো অভি। চিঠি পড়তে পড়তে কখন যে মহাসড়কের কয়েক কিলোমিটার রাস্তা ছেড়ে এসেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই অভির। প্রথম ভালোবাসা ভালোলাগার একটি চিঠি অভি পড়ছে। এ এক অন্যরকম অনুভূতি অভির।

অভি,

তুমি আমার মন কেড়ে নিয়েছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। সবসময় তোমার কথা ভাবি। তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। তুমি আমাকে কখন ছেড়ে যেও না।

ইতি

তোমার মেঘা

কাঁচা হাতের লেখা চিঠিটা প্রতিটা শব্দ অভির হৃদয়কে আন্দোলিত করছে। ক্রমেই মেঘার ভালোবাসা অভি সাথে নতুন এক সম্পর্কে রূপ নিতে লাগলো।

[চলমান...]

দোয়া প্রার্থী

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক শফিউল্যাহ মিয়া এবং নরিংদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শারমিন আক্তার তুহিনের সুযোগ্য সন্তান মোঃ তাহমিন আহমেদ অর্নব এ বছর উজান গোবিন্দী বিনাইরচর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। সে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে প্রশাসনের বড় কর্মকর্তা হয়ে দেশ ও দশের সেবা করতে চায়। তার পরিবার অর্নবের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছেন।